যুগান্তর
13 DEC 2005

নিরাপত্তা বলয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন নিরাপত্তা বলয়ে আবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি আবাসিক হল, কলাভবন, কার্জন হলসহ সব ভবন এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর নির্মিত সব ভাস্কর্য এবং স্থাপনায় পুলিশের পাশাপাশি নিজস্ব সিকিউরিটি বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। টিএসসিতে গতকাল স্থাপন করা হয়েছে আর্চওয়ে। আজ কলাভবন ও কার্জন হল এবং আগামীকালের মধ্যে সব হল ও স্থাপনায় আর্চওয়ে বসানো হবে। জাতীয় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র এবং দেশের সব স্বাধিকার ও মুক্তি সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর টার্গেটে পরিণত হতে পারে- এ আশঙ্কায় গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরাপত্তা বলয়ে আনা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানায়। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত ১২টার পর শিক্ষার্থীদের বহিরাগত অতিথিরা কোন হলে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া অবস্থান করলে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়া হবে। এছাড়া সন্ধ্যার পর ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের না থাকার জন্যও বলা হয়েছে। এদিকে মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম স্মরণে নির্মিত ক্যাম্পাসে অবস্থিত তিনটি ভাস্কর্যে জঙ্গিরা হামলা চালাতে পারে বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। সূত্র জানায়, এসব স্থাপনায় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে গত ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বৈঠকে ২৫ দফা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে হল প্রশাসন, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব পর্যায়ের

মুক্তিযুদ্ধ স্মরণে ক্যাম্পাসে নির্মিত তিনটি স্থাপনায় হামলা হতে পারে

সদস্যদের পৃথক করণীয় নির্ধারিত হয়। রোববার উপাচার্য সব হল প্রভোস্ট, চেয়ারম্যান, পরিচালকসহ সবার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এতে সিন্ডিকেটের ২৫ দফা দাবি পেশ করে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ চাওয়া হয়। সূত্র জানায়, দীর্ঘ আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভবন, হল ও স্থাপনায় আর্চওয়ে স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এদিকে গোয়েন্দা সূত্র জানায়, মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর ক্যাম্পাসে নির্মিত অপরাজেয় বাংলা, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জঙ্গিরা এ তিনটি স্থাপনায় বিশেষভাবে হামলা চালাতে পারে। এছাড়া কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, মধুর কেন্টিন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র টিএসসি এবং শিক্ষক সমিতি ক্লাবও জঙ্গিদের টার্গেটে থাকতে পারে। গোয়েন্দারা এসব স্থাপনা ও এলাকা সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মধ্যে রাখার ব্যাপারে রিপোর্ট করেছে বলে সূত্র জানায়। কর্তৃপক্ষীয় সূত্র জানায়, রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলকে বিশেষভাবে নিরাপত্তা নজরদারিতে রাখার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে শামসুন নাহার হল ও রোকেয়া হলের গেটে সারিবদ্ধভাবে রিকশার অবস্থানকেও ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে আজ থেকে আর্চওয়ে বসানো হবে। এদিকে গতকাল বিকালে টিএসসিতে পুলিশের পক্ষ থেকে আর্চওয়ে বসানো হয়েছে। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে টিএসসিতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। পুলিশের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সিকিউরিটির লোকজনও

বিশ্ববিদ্যালয় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বিশ্ববিদ্যালয় : নিরাপত্তা বলয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আছে। নিজস্ব আর্চওয়ে স্থাপনার পর পুলিশের আর্চওয়ে উঠিয়ে নেয়া হবে। সূত্র জানায়, কর্তৃপক্ষ গতকাল দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্ধ শতাধিক মেটাল ডিটেক্টর সাপ্লাই দেয়ার ব্যাপারে কথা বলেছে। আজ কিছু এবং আগামীকালের মধ্যে সব মেটাল ডিটেক্টর পাওয়া যাবে। পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে কোন ভবনের ভেতরে প্রবেশ করতে হবে না। প্রয়োজনে গার্ডরা শিক্ষার্থীদের তল্লাশিও করবে। কোন ভবনের কম্পাউন্ডে রিকশা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকার ছাড়া অন্য গাড়ি ঢুকতে পারবে না। আজ থেকে সব ভবনে এ বিষয়টি কার্যকর করা হচ্ছে বলে জানা যায়। আবাসিক হলগুলোতে অতিথিরা শিক্ষার্থীদের পরিচয় দিয়ে ঢুকবে। কোন অতিথি অনুমতি ছাড়া রাতে অবস্থান করতে পারবে না। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করলে অতিথিদের পুলিশে ধরিয়ে দেবে। প্রক্টর অধ্যাপক আকা ফিরোজ আহমদ বলেন, আশা করছি, কাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে। সব ভবনের গেটে আর্চওয়ে বসানো হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে সার্বক্ষণিক পরিচয়পত্র বহনের অনুরোধ জানান।